সুর-সঞ্চারী

আমিরুল মোমেনীন মানিক

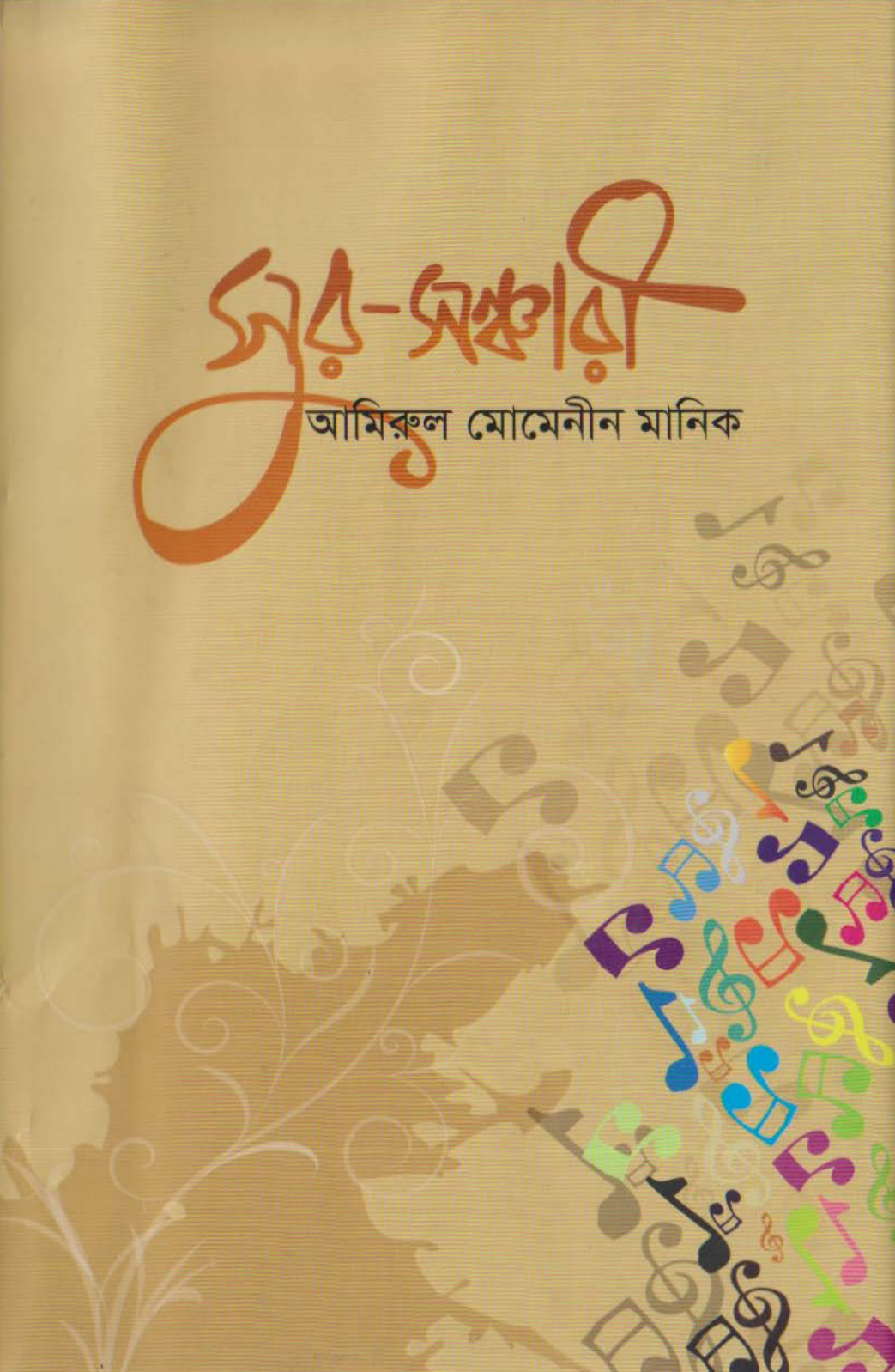

সুর-সঞ্চারী

আমিরুল মোমেনীন মানিক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সুর-সঞ্চারী

ইসলামি গানের প্রথম ব্যাকরণ

আমিরুল মোমেনীন মানিক

www.pathagar.com

সুর-সঞ্চারী

আমিরুল মোমেনীন মানিক

দ্বিতীয় সংস্করণ
একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬
প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০০২
প্রকাশক: পিদিম প্রকাশন
স্বত্ব: পিদিম প্রকাশন
প্রচ্ছদ: আবু ওবায়দা
প্রুফ: ইয়াসিন মাহমুদ
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক ও লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইটি বা বইটির অংশবিশেষ যে কোনো মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ
মূল্য: ১২০ টাকা

যোগাযোগ
ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Shur-Shanchari
by Amirul Momenin Manik
Pbulished by Pidim Prokashon
Price: 120 Taka

www.pathagar.com

উপঢৌকন
কবি হাস্‌সান বিন সাবিত রা.

www.pathagar.com

সূ চি প ত্র

ইসলামি গানের প্রকরণ	৭
গানের উপাদান	২৯
কণ্ঠ অনুশীলন	৩১
ইসলামি গান উপস্থাপনা	৩৩
গান রচনার কৌশল	৩৫
গানে সুর প্রয়োগ	৩৯
শিল্পীদের খাদ্যাভ্যাস	৪১
সঙ্গীত অভিধান	৪২

সংযুক্তি:

সুর নিয়ে কিছু কথা	৪৫

www.pathagar.com

ইসলামি গানের প্রকরণ

'একদিন কাজীদাকে বললাম, কাজীদা, একটা কথা মনে হয়। এই যে পিয়ারু কাওয়াল, কাল্লু কাওয়ালারা উর্দু কাওয়ালি গায়, এদের গানও শুনি অসম্ভব বিক্রি হয়, এই ধরনের বাংলায় ইসলামি গান দিলে হয়না। তারপর আপনি তো জানেন কিভাবে কাফের কুফর ইত্যাদি বলে বাংলার মুসলমান সমাজের কাছে আপনাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে একদল ধর্মান্ধ! আপনি যদি ইসলামি গান লেখেন, তাহলে মুসলমানের ঘরে-ঘরে আবার উঠবে আপনার জয়গান।'

বাংলা সংস্কৃতিতে ইসলামি গান বলতে কিছুই ছিল না। তবে ইসলামি অনুষঙ্গ নিয়ে উর্দু ভাষায় কাওয়ালির প্রচলন ছিলো ব্রিটিশ আমল থেকেই।

উপরের বক্তব্যটি কিংবদন্তি শিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহমেদের। তিনিই প্রথম জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ইসলামি গান তৈরির প্রস্তাব করেন। উত্তরে কাজী নজরুল ইসলাম বললেন, আব্বাস তুমি ভগবতী বাবুকে বলে তার মতামত নাও, আমি ঠিক বলতে পারবো না।

তখনকার দিনে কোলকাতার নামকরা অডিও কোম্পানি ছিলো গ্রামোফোন। এই কোম্পানি থেকেই প্রকাশ হতো কাজী নজরুল ইসলামের সব অ্যালবাম। গ্রামোফোনের রিহার্সেল ইনচার্জ ভগবতী ভট্টাচার্য। তিনিই নতুন অ্যালবাম প্রকাশের দায়িত্বে ছিলেন।

আব্বাস উদ্দিন ভগবতীকে প্রস্তাবটা পাড়লেন। ভগবতী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি প্রস্তাব শুনতেই নাকচ করে দিলেন।

কিন্তু নাছোড়বান্দা আব্বাস উদ্দীন আহমেদ। ইসলামি গানের অ্যালবাম বের করার জন্য তিনি লেগেই থাকলেন। বারবার অনুরোধ করার কারণে এক পর্যায়ে রাজি হলেন ভগবতী ভট্টাচার্য।

আব্বাস উদ্দীন সুখবরটা জানালেন কাজী নজরুল ইসলামকে। বললেন, ভগবতী বাবু রাজি হয়েছেন।

এই কথোপকথনের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইন্দুবালা। তিনি কাজী নজরুলের কাছে গান শিখতে এসেছিলেন। আব্বাস উদ্দীনের স্মৃতিকথাতেই উঠে এসেছে সেই ইতিহাস।

'কাজীদা তখন বলে উঠলেন, 'ইন্দু তুমি বাড়ি যাও, আব্বাসের সঙ্গে কাজ আছে।'

ইন্দুবালা চলে গেলেন। কাজী নজরুল ইসলাম এক ঠোঙ্গা পান আর চা আনতে বললেন...। তারপর দরজা বন্ধ করে আধাঘন্টার মধ্যে লিখে ফেললেন, 'ও মন

www.pathagar.com

রমজানেরই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ'। তখনই সুরসংযোগ করে শিখিয়ে দিলেন। পরের দিন ঠিক এই সময়ে আসতে বললেন। পরের দিন লিখলেন, 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এল নবীন সওদাগর'।

আব্বাস উদ্দীন তাঁর স্মৃতিকথায় আরো লিখেছেন– 'গান দুখানা লেখার ঠিক চারদিন পরই রেকর্ড করা হলো। কাজীদার আর ধৈর্য মানছিল না। তার চোখে মুখে কী আনন্দই যে খেলে যাচ্ছিল! তখনকার দিনে যন্ত্র ব্যবহার হতো শুধু হারমোনিয়ম আর তবলা। গান দুখানা আমার তখনও মুখস্থ হয়নি। তিনি নিজে যা লিখে দিয়েছিলেন, মাইকের পাশ দিয়ে হারমোনিয়মের ওপর ঠিক আমার চোখ বরাবর হাত দিয়ে কাজীদা নিজেই সেই কাগজখানা ধরলেন, আমি গেয়ে চললাম। এই হলো আমার প্রথম ইসলামি গানের রেকর্ড। এর দু'মাস পর ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাজারে বের হলো গান দুটি।

এরপরের ঘটনা তো ইসলামি গানের নতুন ইতিহাস। সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল দুটি গান। লাখ লাখ কপি বিক্রি হলো। গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড সৃষ্টি হলো। দুটি গান মুসলমান সমাজে নতুন প্রাণের সঞ্চার করলো। ইসলামি বিষয়াবলী নিয়েও যে চমৎকার গান হতে পারে তার সফল উদাহরণ ওই দুটি গান।

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে এভাবেই ইসলামি গানের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। বাংলার মুসলমানের ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে থাকে ইসলামি সংস্কৃতির এই নতুন উপাদান। দু'হাত খুলে ইসলামি গান লিখতে শুরু করেন কাজী নজরুল ইসলাম। এগিয়ে আসেন কবি গোলাম মোস্তফা। তিনি উপহার দেন বেশ কিছু জনপ্রিয় ইসলামি গান।

গোলাম মোস্তফার লেখা সেই সময়ের একটি বিপুল জনপ্রিয় গান 'ইয়া নবী সালামু আলাইকা/ইয়া রাসুল সালাম আলাইকা/ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা/সালাওয়াতুল্লা আলাইকা। তুমি যে নূরেরি রবি/নিখিলের ধ্যানের ছবি/তুমি না এলে দুনিয়ায়/আঁধারে ডুবিত সবি/নবী না হয়ে দুনিয়ায়/না হয়ে ফেরেস্তা খোদার/ হয়েছি উম্মত তোমার/তার তরে শোকর হাজারবার।' এটি গেয়েছিলেন আব্বাস উদ্দীন ও গোলাম মোস্তফা দ্বৈতভাবে। গানটি অসাধারণ শ্রোতাপ্রিয় হয় সেই সময়। এখনো ইসলামি মাহফিলে পরিবেশিত হয় এই নাতে রাসুল স.।

আল কোরআন, আল হাদিসের বক্তব্য, নবী-রাসুল স. ও সাহাবীদের জীবনী, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, ইসলামের আলোকে সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা-চেতনা যেসব গানে উদ্ভাসিত হয় সেগুলোকেই মূলত ইসলামি গান বলে। এইসব গানে থাকে আল্লাহর মহিমা-প্রশংসা, আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া, রাসুল সা.এর জীবনাদর্শ, পরলৌকিক জীবনের ভাবনার বহিঃপ্রকাশ।

www.pathagar.com

তবে বৃহৎ অর্থে, যেসব গানের মাধ্যমে মানুষ সত্য সুন্দরের আহবান খুঁজে পায়, পথচলার নির্দেশনা পায়, সমাজের সঙ্গতি-অসঙ্গতি চিনতে পারে, জীবনকে উপলব্ধি করতে পারে সেসব গান ইসলামি গান।

ব্যাকরণসিদ্ধভাবে ইসলামি গানের প্রকরণ করেনি কোনো সঙ্গীতজ্ঞ বা সঙ্গীতবোদ্ধা। এই বিষয়টি তাদের কাছে অনালোচিত বা অনালোকিতই থেকে গেছে। ইসলামি গাানের বিভিন্ন ধরন যাচাই বাছাই করে এ জাতীয় গানকে সর্বমোট ২০টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমনঃ

১. হামদ
২. নাতে রাসুল স.
৩. সংগ্রামী বা বিপ্লবী গান
৪. শহিদি গান
৫. ভাওয়াইয়া
৬. জারিগান
৭. কাওয়ালি
৮. গণসঙ্গীত
৯. জীবনমুখী বা বাস্তববাদী গান
১০. সম্পর্কের গান
১১. স্মৃতিচারণমূলক গান
১২. আঞ্চলিক গান
১৩. দেশের গান
১৪. ভাটিয়ালি
১৫. পল্লীগীতি
১৬. আধ্যাত্মিক গান
১৭. প্যারোডি গান
১৮. কাসিদা
১৯. আধুনিক গান
২০. আহবানমূলক গান

১. হামদে বারিতায়ালাঃ

সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা, সৃষ্টি নৈপুণ্য, অসীম ক্ষমতা, আল্লাহর প্রতি বান্দাহর আনুগত্য, আকুতি বা প্রার্থনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে যেসব গান তৈরি হয় সেসব গান হলো হামদে বারিতায়ালা। হামদে বারিতায়ালাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক) প্রশংসামূলক
খ) মোনাজাতমূলক

www.pathagar.com

ক. প্রশংসামূলক হাম্‌দে বারিতায়ালাঃ

আল্লাহর অসীম ক্ষমতা, অপার মহিমা, সৃষ্টি নৈপুণ্য অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা যেসব গানে থাকে সেগুলো হলো প্রশংসামূলক হামদ।

উদাহরণঃ

ফুলে পুছিনু বল বল ওরে ফুল
কোথা পেলি এ সুরভি রূপ এ অতুল
যার রূপে উজালা দুনিয়া কহে গুল
দিল সেই মোরে এ রূপ এ খোশবু
আল্লাহু আল্লাহু ॥ *-কাজী নজরুল ইসলাম*

এই সুন্দর ফুল এই সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবানী
শস্য-শ্যামল ফসল ভরা মাটির ডালী খানি
খোদা তোমার মেহেরবানী ॥ *-কাজী নজরুল ইসলাম*

বাদশা তুমি দ্বীন ও দুনিয়ার
হে পরওয়ার দিগার
সেজদা লহ হাজারবার আমার
হে পরওয়ার দিগার ॥ *-গোলাম মোস্তফা*

হে দয়াময় রহমান রহিম
হে বিরাট হে মহান
হে অনন্ত অসীম
নিখিল ধরণীর তুমি অধিপতি
তুমি নিত্য সত্য পবিত্র অতি ॥ *-গোলাম মোস্তফা*

তোমার নামের তসবীহ খোদা
লুকিয়ে যেনো রাখি
সংগোপনে মনে মনে
তোমায় যেনো ডাকি ॥ *-আজীজুর রহমান*

আল্লাহু এই নামের কালাম, কণ্ঠে মধু মেখে
কুহু কুহু ঐ পাপিয়া উঠছে সদাই ডেকে ॥ *-আজীজুর রহমান*

www.pathagar.com

তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর
না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর
সেই কথা ভেবে ভেবে কেটে যায় লগ্ন
ভরে যায় তৃষিত এ অন্তর ॥ -*মতিউর রহমান মল্লিক*

প্রশংসা সবি কেবল তোমারই
রাব্বুল আলামীন
দয়ালু মেহেরবান করুণা অফুরান
আর কেউ নয় তুমি মালিক
শেষ বিচারের দিন ॥ -*মতিউর রহমান মল্লিক*

যদি পৃথিবীর সব জল কালি হতো
হতো যদি গাছগুলো কলম সবি
শেষ হতো না লেখা মহিমা তোমার
কত যে মহান তুমি সে কথা ভাবি ॥ -*আব্দুল ওয়াদুদ*

দ্বীন দুনিয়ার মালিক তুমি
তুমি আমাদের রব
তোমার ছোঁয়ায় পাখির কণ্ঠে শুনি
মিষ্টি কলরব ॥ -*আমিরুল মোমেনীন মানিক*

ঐ ঝরনাধারা বয়ে যায়
পাহাড়কে ধুয়ে ধুয়ে
বৃক্ষরাজি সিজদা করে
তোমাকে নুয়ে নুয়ে ॥ -*আমিরুল মোমেনীন মানিক*

খ. মোনাজাতমূলক:

আল্লাহর রহমত কামনা, ইসলামি শৌর্যবীর্য ফিরে পেতে মোনাজাত, দ্বীন কায়েমের শক্তি সাহস কামনা, পাপ-দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর আশ্রয় কামনাই মোনাজাতমূলক হামদে বারিতায়ালার মূল অনুষঙ্গ।

উদাহরণ:

তাওফিক দাও খোদা ইসলামের
মুসলিম জাহা পুনঃ হোক আবাদ
দাও সেই হারানো সালতানাত
দাও সেই বাহু সেই দিল আজাদ ॥ -*কাজী নজরুল ইসলাম*

www.pathagar.com

খোদা এই গরিবের শোন শোন মোনাজাত
দিও তৃষ্ণা পেলে ঠাণ্ডা পানি, ক্ষুধা পেলে লবণ ভাত ॥
-কাজী নজরুল ইসলাম

দাও খোদা দাও আমায় আবার
ওমর দরাজ দিল
দাও আলীর মতো বীর সেনানী
জাগাতে নিখিল ॥ *-আসাদ বিন হাফিজ*

বৃষ্টি ঝরাও মনের কোণে
অশান্ত মন শান্ত যদি হয়
প্রভু তোমার ভালোবাসা
পেলে জীবন হবে মধুময় ॥ *-আমিরুল মোমেনীন মানিক*

২. নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম:

যেসব গানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব ও রাসুল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জীবন ও কর্ম, তার প্রশংসা, তার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, রাসুল স. এর সৌন্দর্য প্রকাশ পায় সেসব গানকে নাতে রাসুল স. বলে। কবি শেখ সাদী। পারস্যের কবি। তিনি লিখেছেন পৃথিবী শ্রেষ্ঠ একটি নাতে রাসুল স.।

বালাগাল উলা বেকামালিহি
কাশাফাদ্দোযা বেজামালিহি
হাসুনাত জামিও খেসালিহি
সাল্লু আলাইহে ওয়ালিহি।

শেখ সাদি র.এর এই নাতটি সমগ্র পৃথিবী জুড়েই গীত হয়।

বাংলায় সর্বপ্রথম নাতে রাসুল লেখেন শাহ মুহাম্মদ সগীর। তার জন্ম ১৩৮৯ সালে। শাহ মুহাম্মদ সগীরের উল্লেখযোগ্য একটি নাত হলো:

'জীবাত্মায় পরমাত্মা মহম্মদ নাম/প্রথম প্রকাশ তথি হৈল অনুপাম/যত ইতি জীব আদি কৈলা ত্রিভুবন/ মহম্মদ হন্তে কৈলা তা সব রতন।'

এ ধারাবাহিকতায় কবি আলাওল (১৫৯৭-১৬৮০), সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮), দৌলত কাজী (১৬০০-১৬৩৮), হায়াৎ মাহমুদ (১৬৮০-১৬৬০), পান্থ শাহ (১৮৫১-১৯১৪) হযরত মুহাম্মদ স.কে নিয়ে অসংখ্য নাত লিখেছেন।

কয়েকটি নাতে রাসুল স.

www.pathagar.com

মুহাম্মদ নাম জপেছিলি
বুলবুলি তুই আগে
তাই কিরে তোর কণ্ঠের গান
এতই মধুর লাগে ॥ *-কাজী নজরুল ইসলাম*

আমরা সকল দেশের শিশু
যাব নবীর মদিনায়
তোরা সঙ্গে যাবি আয় ॥ *-ফররুখ আহমদ*

নবী মোর পরশমণি
নবী মোর সোনার খনি
নবী নাম জপে যে জন
সেই তো দোজাহানের ধনী ॥ *-সিরাজুল ইসলাম*

তুমি হে ইসলামের রবি
হাবিবুল্লাহ শেষ নবী
নত শিরে তোমায় সেবি
মোহাম্মদ ইয়া রাসুলুল্লাহ ॥ *-মীর মশাররফ হোসেন*

গাওরে মোসলেমগণ, নবী গুণ গাওরে
পরাণ ভরিয়া সবে ছাল্লেয়ালা গাওরে
আপনা কালামে নবীর সালামে তাকিদ করে বারী
কলেবেতে জান, কহিতে জবান, যে তক যাকে গোজরি ॥ *-মুন্সী মেহেরুল্লাহ*

হয়ে খোদার প্রতিনিধি
হলেন মোহাম্মদ
দীপ্ত আলোর ঝলক তিনি
নিখিল প্রেমাস্পদ ॥ *-আব্দুল হাই আল হাদী*

তুমি যে লা শারীক আল্লাহ
রহীম রহমান
খালিক তুমি মালিক তুমি
তুমি মেহেরবান ॥ *-ফজল-এ খোদা*
রাসুল আমার ধ্যানের ছবি

www.pathagar.com

আল্লাহ আমার প্রাণের ধ্বনি
নামাজ আমার দেহের কেতন
রোজা আমার চোখের মণি ॥ -*সাবির আহমেদ চৌধুরী*

এলো কে কাবার ধারে
আঁধার চিরে
চিনিস নাকি রে
ও কে ও মা আমিনার
কোল জুড়ে চাঁদ
জানিস নাকি রে ॥ -*মতিউর রহমান মল্লিক*

অপরূপ সুন্দর পূর্ণিমা চাঁদ
তার চেয়ে সুন্দর রাসুল আমার
চিরকল্যাণকামী সেই পুরুষের
জীবন ও কর্মে আছে পাথেয় সবার ॥ -*আমিরুল মোমেনীন মানিক*

৩. সংগ্রামী বা বিপ্লবী গান

সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা যেসব গানে প্রতিফলিত হয় সেইসব গানকে সংগ্রামী বা বিপ্লবী গান বলে। মানুষের উপর অবিচার, জুলুম রুখে দাঁড়াতে এবং আদর্শভিত্তিক সমাজ তৈরির প্রেরণা ও উদ্দীপনা থাকে এসব গানে। উদাহরণঃ

খায়বার জয়ী আলী হায়দার জাগো
জাগো আরবার
দাও দুশমন দুর্গ বিদায়ী
দু'ধারী জুলফিকার ॥ -*কাজী নজরুল ইসলাম*

দ্বীন ইসলামী ইনকিলাবের
ঢেউ জেগেছে ফের দুনিয়ায়
আজ জিহাদী এই জামাতে
শামিল হতে আয় ছুটে আয় ॥ -*মাওলানা রুহুল আমীন খান*

ইসলামের ঐ ঝান্ডা লয়ে
চল মুজাহিদ চল
সব মতবাদ দু পায়ে দলে
নারায়ে তাকবীর বল ॥ -*মতিউর রহমান মল্লিক*
মিথ্যার বেড়াজাল ছিন্ন করে

www.pathagar.com

আলোর দিশারী মোরা জাগবোই
আগামীর পৃথিবী গড়বো মোরা
নতুন সকাল এক আনবোই ॥ -*আমিরুল মোমেনীন মানিক*

৪. শহিদি গান

দেশমাতৃকাকে রক্ষা এবং ইসলামের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য যারা মৃত্যুবরণ করেন তাদেরকে শহিদ বলা হয়। শাহাদতবরণকারীদের নিয়ে যে গান তাকে বলা হয় শহিদি গান। সঙ্গীতের মূলধারায় ১৯৭১ সালের গৌরবান্বিত মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাতবরণকারীদের নিয়ে অসংখ্য গান তৈরি হলেও শহিদি গান বলতে আলাদা কোনো ধারা তৈরি হয়নি। তবে ইসলামি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শহিদি গানের ধারা বেশ পরিপুষ্ট। শহিদি গানের উদাহরণ:

সালাম সালাম হাজার সালাম
শহিদ ভাইয়ের স্মরণে
আমার এ প্রাণ রেখে যেতে চায়
তাদের স্মৃতির চরণে ॥ -*ফজল-এ খোদা*

শহিদে শহিদে জনপদ শেষ
লহুতে লহুতে ছেয়েছে দেশ
তবুও কেন যে হে মেহেরবান
কোরআনের সে সমাজ করো না দান
কি অপরাধ হায় আমাদের করো নির্দেশ ॥ -*মতিউর রহমান মল্লিক*

৫. ভাওয়াইয়া গান

ভারতের কোচবিহার অঞ্চলের ব্যাপক জনপ্রিয় সঙ্গীত ধারা হলো ভাওয়াইয়া। ব্রিটিশ আমলে পূর্ব বাংলায় ভাওয়াইয়াকে স্বসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেন শিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহমেদ। উত্তরবঙ্গের রংপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুরে লোকমুখেই ভাওয়াইয়া ঢংয়ের অসংখ্য গানের উৎপত্তি হয়েছে। উঁচু, নিচু, এবড়ো-থেবড়ো মেঠোপথে দূর দিগন্তে ধেয়ে চলা গরুর গাড়ির গাড়িওয়ালার কণ্ঠ থেকে বিরহের যে যাতনা সুরের মাধুর্যে প্রকাশিত হয়, সেগুলোই ভাওয়াইয়া গান হিসেবে মর্যাদা পেতো মানুষের কাছে। ভাওয়াইয়া গানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো সুরের দীর্ঘ অনুনাদের সাথে কণ্ঠের উঠানামা। বিরহ-বিচ্ছেদ এবং অন্তর্নিহিত ভাবই মূলত যথাযোগ্য রূপে ফুটে ওঠে এ ধরনের গানে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'ওকি গাড়িয়াল ভাই/কত রব আমি পন্থের দিকে চাইয়া, গানটি হলো একটি যুগশ্রেষ্ঠ ভাওয়াইয়া গান। তবে গানটির গীতিকার সুরকার কে তা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃতই থেকে গেছে। তবে ইসলামি বিষয়াবলী বা ইসলামের সীমারেখা অতিক্রম করে না, এমন বিষয় নিয়েই হতে পারে নতুন মাত্রার

www.pathagar.com

ভাওয়াইয়া গান। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে কেউ কেউ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সফলও হয়েছেন। যেমন: 'ফজরের আজান হইলে পরে চাষী ভাই নামাজ পরবের যাইয়ো/বিহান বেলায় ক্ষেতের কামে লাঙল জোয়াল লইয়ো' এই গানটি নতুন ধারার ভাওয়াইয়া গান। ভাওয়াইয়া প্রকরণের আঙ্গিক ঠিক রেখে এখানে গ্রামীণ মুসলিম জীবনাচরণকে তুলে ধরা হয়েছে। এই পরীক্ষাকে সামনে রেখে নতুন নতুন ভাওয়াইয়া গান তৈরি করা যেতে পারে, যাতে থাকবে সত্য ও সুন্দরের পক্ষে দীপ্ত উচ্চারণ।

৬. জারিগান

যে গানে ছন্দোবদ্ধভাবে কোনো ঘটনা বা কাহিনী উঠে আসে তাকে জারিগান বলে। জারিগানে সাধারণত বহুল প্রচারিত ঐতিহাসিক ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করা হয়। এই প্রকরণের গান যৌথ বা সম্মিলিতভাবে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। বাংলার শেকড়ের সঙ্গীত জারিগানের শুরুটা হয়েছিল ইসলামের ঐতিহাসিক ও করুণ ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে। মহররমের হৃদয় বিদারক ঘটনাই ছিল এক সময়কার জারি গানের মূল উপজীব্য। জারিগানের শুরুতে আল্লাহ ও রাসুল সা.এর নাম স্মরণ করার রীতি চালু আছে। যেমন:

পরথমে জপিলাম মহান মাবুদ আল্লাহর নাম
এরপরে করিলাম আমি রাসুলকে সম্মান
সাক্ষী রাখলাম আকাশ-নদী-সাগর ও তরু
আল্লাহর নামে এইবার করবো কাহিনী শুরু ॥

বর্তমান সময়েও সঙ্গীতের এই চমৎকার মাধ্যমটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে রাসুল স.এর বিভিন্ন যুদ্ধের ঘটনা, সাহাবীদের প্রেরণাময় ইতিহাস, বখতিয়ার খলজী, হাজী শরীয়তুল্লাহর কাহিনীকে জারি গানের মাধ্যমে তুলে ধরা যায়।

৭. কাওয়ালি গান

সর্বশক্তিমান আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রাসুল হযরত মুহাম্মদ স.এর প্রশংসা বাক্য উচ্চারিত হয় কাওয়ালি গানে। এ ধারার গানের গায়কদের বলা হয় কাওয়াল। সর্বপ্রথম কাওয়ালি প্রবর্তন করেন আমীর খসরু নামের একজন সঙ্গীত সাধক। কাওয়ালি সাধারণত সমবেতভাবে গাওয়া হয়। তবে এককভাবেও কাওয়ালি পরিবেশন করা যায়। কাওয়ালি পরিবেশনকারীরা গানের তালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হাততালিও দেন। দাদরা, পশতু, রূপক ও কাওয়ালি তালে এ ধরনের গান হয়ে থাকে।

কাওয়ালি উদ্ভবের সময়ে এ ধরনের গান শুধুমাত্র উর্দু ও ফার্সি ভাষায় হতো। সময়ের বিবর্তনে এখন বিভিন্ন ভাষায় কাওয়ালি গান তৈরি হতে দেখা যায়। এমনকি বর্তমানে বাংলাভাষাতেও কাওয়ালি গান হচ্ছে। ইসলামি সাংস্কৃতিক ধারায় বেশ কিছু সমৃদ্ধ কাওয়ালি গান রয়েছে।

www.pathagar.com

ক. ইয়া আল্লাহ কাহা ইয়ে কায়েম থি ইসলাম
কাহা ইয়ে কায়েম থি দ্বীন তেরা
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ ॥

খ. ইয়া নবী পেয়ারা নবী
সাল্লে আলা মুহাম্মদ
ইয়া নবী মুস্তফা
খোদারী নাম নিয়ে সালাম আমি তওবা এই
পাপে তাপে ইস্তফা ॥

গ. শিরায় শিরায় রক্তকণায়
আছে তোমার নাম
তোমারই নামের গুণে পাপী পায় মুক্তি
তুমি হলে জাল্লে জালালুহু
আল্লাহু আল্লাহু ... *অ্যালবাম: অবাক শহরে*

৮. গণসঙ্গীত

গণসঙ্গীত, সঙ্গীতের একটি শক্তিশালী ধারা। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ, আগ্রাসন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে আন্দোলিত করার গান হলো গণসঙ্গীত। বাংলা গণসঙ্গীতে কাজী নজরুল ইসলাম, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সত্যেন সেন, রমেশ শীল, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, রণেশ দাশগুপ্ত ও ফকির আলমগীরের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের অধিকাংশই সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী সঙ্গীতকার। ইসলামি রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদও কিছু সংখ্যক গণসঙ্গীত লিখেছেন। বর্তমানে ইসলামি জীবনাদর্শ নিয়ে গণসঙ্গীত রচনায় শিল্পী আবুল কাশেম ও আইনুদ্দীন আল আজাদের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। গণসঙ্গীতের উদাহরণ:

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রী নিশিথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার ॥ *-কাজী নজরুল ইসলাম*

কাস্তেটারে দিও মোরে শান কিষাণ ভাইরে
কাস্তেটারে দিও মোরে শান
ফসল কাটার সময় এলে কাটবে সোনার ধান
দস্যু যদি লুটতে আসে কাটবে তাহার জান ॥ *-হেমাঙ্গ বিশ্বাস*

শুন মৃত্যুর তূর্য নিনাদ
ফারাক্কা বাধ ফারাক্কা বাধ ॥ *-ফররুখ আহমদ*

www.pathagar.com

আমি বলব কি সমাজের কথা
এখানে ভালো মন্দের বিচার নাই
সৎ সততার নাইরে নাই
সমাজেরই কলকব্জা সব
ঘুরাইতাছে মন্দরাই ॥ -*আবুল কাশেম*
ও ভাতিজা কি কও চাচা
খন্তা নিয়ায় কোদাল নিয়ায়
ফারাক্কা বাধ ভাইঙ্গা দিমু
মরা পদ্মায় আবার
নৌকা ভাসাইমু ॥ -*আমিরুল মোমেনীন মানিক*

৯. জীবনমুখী বা বাস্তববাদী

রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গতি-অসঙ্গতি, মানুষের জীবনের ভাবনা, জীবনবোধ, প্রতিবাদ, বাস্তবচিত্র যেসব গানে উঠে আসে সেগুলো জীবনমুখী বা বাস্তববাদী গান।

বাংলাগানে সর্বপ্রথম জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম জীবনমুখী বা বাস্তববাদী গানের সূচনা করেন। তার লেখা 'কারার ঐ লৌহ কপাট/ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট/রক্তজমাট শিকল পূজার পাষাণভেদী/ওরে ও তরু নিশান/বাজা তোর প্রলয় বিষাণ/ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর/প্রাচীর ভেদী' এই গানটি জীবনমুখী বা বাস্তববাদী গানের মাইলফলক। ব্রিটিশদের জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এটি ছিল প্রচন্ড শক্তিশালী উচ্চারণ।

এছাড়া ভুপেন হাজারিকার গাওয়া 'মানুষ মানুষের জন্য/জীবন জীবনের জন্য/একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু' গানটি একটি অনন্য জীবনমুখী গান।

বাংলাদেশে জীবনমুখী গান নিয়ে খুব একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। তবে পশ্চিমবঙ্গে 'মুহিনের ঘোড়াখ্যাত' গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের গানে জীবনবাদীতার আভাস পাওয়া যায় শক্তিশালীভাবে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কর্মী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গানেও ফুটে ওঠে জীবনবাস্তবতার কথামালা।

ইসলামি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কবি ফররুখ আহমদের বেশ ক'টি গানে ইসলামি অনুষঙ্গ ও জীবনবাদী আদর্শের চমৎকার মেলবন্ধন দেখা যায়। যেমন:

আজকে ওমরপন্থী পথিক
দিকে দিকে প্রয়োজন
পীঠে বোঝা নিয়ে
পাড়ি দেবে যারা প্রান্তর প্রাণপণ ॥

নব্বই দশকের শুরুতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সুমন চট্টোপাধ্যায় (পরে কবীর সুমন), অঞ্জন দত্ত ও নচিকেতা চক্রবর্তী জীবনমুখী গানের সমৃদ্ধ ধারা তৈরি করেন।

তিনটি উদাহরণ দেয়া যাক।

www.pathagar.com

একটু ভালো করে বাঁচবো বলে আর
একটু বেশি রোজগার
ছাড়লাম ঘর আমি
ছাড়লাম ভালোবাসা আমার নীলচে পাহাড় ॥ -*অঞ্জন দত্ত*

ডাক্তার মানে সে তো মানুষ নয়
আমাদের চোখে সে তো ভগবান
কসাই আর ডাক্তার একই তো নয়
কিন্তু দুটোয় আছে প্রফেশান
কসাই জবাই করে প্রকাশ্য দিবালোকে
তোমার আছে ক্লিনিক আর চেম্বার
ও ডাক্তার ॥ -*নচিকেতা চক্রবর্তী*

বাংলাদেশে বাস্তববাদী গানের ক্ষেত্রে নকুল কুমার বিশ্বাস, মাহমুদুজ্জামান বাবু, হায়দার হোসেন, সায়ান ইসলামের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করার মতো।
থ্রিজি প্রযুক্তিউত্তর সময়ে জীবনমুখী বা বাস্তববাদী গানের উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

মিসকলে কথা হয়
দুই দিনে প্রেম হয়
তিন দিনে কি হয়
বলা যাবে না
শুধু বলি এইটুকু
নষ্টের পথে গেলো
স্কুলপড়ুয়া মর্জিনা ॥ -*আমিরুল মোমেনীন মানিক*

আগের মতো শান্তি তো আর
এখন পাওয়া যায় না
মানুষ সব পাল্টে গেছে
পাল্টেনি তো জামানা হায়!
জামানা ঠিকই আছে
মানুষ সব পাল্টে গেছে ॥ -*মাসুদ রানা*

১০. সম্পর্কের গান

মা-বাবা-ভাই-বোন বা পরিবারের সদস্যদের একে অপরের মধ্যে সম্মান, স্নেহবোধ বা আন্তরিকতা নিয়ে যে গান তাকে বলা হয় সম্পর্কের গান।
গানের বিষয়বস্তু মা হলে মায়ের গান, বাবা হলে বাবার গান। সনাতন হিন্দু

www.pathagar.com

ধর্মাবলম্বীরা তাদের দেবীকে মা বলে সম্বোধন করে থাকে। তাদের দেবীকে নিয়ে হিন্দু ঘরানায় প্রচুর মায়ের গানও আছে। আবার ইসলাম ছাড়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মানুষ ধর্মগুরুদের বাবা হিসেবেও আখ্যায়িত করে থাকেন। এ কারণে ইসলামি আদর্শের মা ও বাবা বিষয়ক গান তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী মান্না দে'র আয় খুকু আয়, সে আমার ছোট বোন প্রভৃতি হলো সম্পর্কের গান। উদাহরণ:

চোখের কোণায় জল এসে
আবার শুকিয়ে যায়
কপোল ভেজা কান্নাটা আর
কাঁদতে পারি না হায় ॥ *-লিটন হাফিজ চৌধুরী*

মা যে দশমাস দশ দিন গর্ভে ধরিয়া
করেছেন আমাদের ঋণী
গায়ের ও চামড়া কাটিয়া দিলেও
সেই ঋণ শোধ হবে না জানি
মা..... ॥ *-আমিরুল মোমেনীন মানিক*

বিমূর্ত ছবিগুলো অ্যালবাম জুড়ে আছে
একজন মানুষের ইতিহাস
চশমার ফ্রেমখানি ঘড়ি ছড়ি পাঞ্জাবী
সব আছে তবু দীর্ঘশ্বাস॥
শুধু বাবা নেই বাবা নেই
মায়ামাখা শাসনের ছায়া নেই ॥ *-আমিরুল মোমেনীন মানিক*

মা গো মা প্রিয় বাবা
তোমাদের ভুলে যাবো না
এই শরীরের রক্তবিন্দু দেবো
কষ্ট পেতে তবু দেবো না
তোমাদের ভুলে যাবো না ॥ *-আমিরুল মোমেনীন মানিক*

বোনের জন্য কাঁদে আমার প্রাণ
বোনটি আমার ছিল প্রিয়
মায়েরই মতন ॥ *-সাইফুল্লাহ মানছুর*

www.pathagar.com

১১. স্মৃতিচারণমূলক গান

যেসব গানে অতীতের স্মৃতি তুলে ধরা হয় সেসব গানই হলো স্মৃতিচারণমূলক গান। 'এই পদ্মা মেঘনা যমুনা সুরমা নদীতটে' গানখ্যাত গীতকার আবু জাফরের 'তোমরা ভুলে গেছো মল্লিকা দি'র নাম/সে এখন ঘোমটা পরা বধূর সাজে/দূরের কোন গাঁয়/ যেদিন গেছে সেদিন কি আর ফিরিয়ে আনা যায়' গানটি জনপ্রিয় একটি স্মৃতিচারণমূলক গান।

তবে ইসলামি স্মৃতিচারণমূলক গানে ইসলামের শৌর্যবীর্যের কথা, সোনালি যুগের কথা উল্লেখ থাকে। কবি গোলাম মোহাম্মদের বেশ ক'টি ইসলামি স্মৃতিচারণমূলক গান জনপ্রিয় হয়েছে। স্মৃতিচারণমূলক গানের উদাহরণ:

হলদে ডানার সেই পাখিটি
এখন ডালে ডাকে না
মনের কোণে রঙিন ছবি
এখন সে আর আঁকে না ॥ *-গোলাম মোহাম্মদ*

হিজল বনে পালিয়ে গেছে পাখি
যতই তারে করুণ কেঁদে ডাকি
দেয় না সাড়া নীরব গহীন বন
বাতাসে তার ব্যথার গুঞ্জরণ ॥ *-গোলাম মোহাম্মদ*

আজও সেই কোরআন আছে হাদিস আছে
সেই ঈমান আর মানুষ নাই ॥ -তারেক মনোওয়ার

কবি ফররুখ আর ডেকে ডেকে বলবে না
রাত পোহাবার কত দেরি
জেগে ওঠো নতুন করে
একুশ শতকের পাঞ্জেরি ॥ *-আমিরুল মেমোনীন মানিক*

১২. আঞ্চলিক গান

আমাদের রাষ্ট্রভাষা ও মাতৃভাষা বাংলা হলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, নোয়াখালী, কুষ্টিয়া, যশোর, রংপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, বরিশাল, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষ্টি, ঐতিহ্য, আচার-আচরণ, সংস্কৃতির উপর বেশ কিছু আঞ্চলিক গান রচিত হয়েছে ইসলামি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে।

www.pathagar.com

নিচে এর বিবরণ তুলে ধরা হল।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গম্ভীরা

হে নানা দেখবি তো দৌড়ি আয়
আয়-না হে-কত মানুষ আজ আইসাছে
সুস্থ সংস্কৃতি দেখতে
সবাই একঠে হইয়াছে ॥

চট্টগ্রাম অঞ্চল

বাছনির বাপ ওনছনা
মাইয়ার লাই গর আইসাছে
ক্যান গো জমাই হছনা
উপায় আছে না আরে বুদ্ধি দেছ না ॥

ঢাকা অঞ্চল

রে হালায় জিজ্ঞিরায় হইলাম ক্যান
সবাই আমায় কইবার লাগছে
দুই লাম্বারী ম্যান ॥ -*আব্দুল্লাহ আল মামুন*

নওগাঁ অঞ্চল

ধান কাটপা যামু চ ধান কাটপা যামু
নবান্নো করমু বউ গো পিড়াতে বসে
রান্ধে পায়েশ ও খির ॥ -*মোস্তফা কামাল চৌধুরী*

রংপুর অঞ্চল

তোমরা কুত্তি গ্যালেন মাইওর মাও
এত্তি আইসে দেখি যাও
দুলাবাড়ি শ্যালো বসাইছে ॥ –*ফজলুল হক শামিল*

নোয়াখালী অঞ্চল

মাথায় লইনু উইনুর ডরে
মাটি থুইলে হিম্বায় ধরে
হড়ালেহায় জমি বেইচ্যে
বিলাত হাঢাইলাম ॥

বরিশাল অঞ্চল

ওরে ও রইশ্যার বাপ একসের মিঢা মাপ
মুই যাই হাঢে গুনে আশার নাহুল আনতে
তোর চাচী গেছে পাশের বাড়ি
আল্যে চাউল বানতে ॥

www.pathagar.com

কুষ্টিয়া অঞ্চল

মিবাই ও মিবাই আমারে
নাঙ্গা ভাবি
কাষ্ঠার পর আমমা করি
খাড়া নয়েস ক্যান ॥ *-এম সাইফুল আরেফিন*

রাজশাহী অঞ্চল

বাপ গ্যালছে লা লিয়ে পদ্মা নদীতে
ও ভাই তুমি য্যাছো কুতি মাছ কি ধরতে ॥ *-আমিরুল মোমেনীন মানিক*

সিলেট অঞ্চল

সুরমা গাঙ্গের পার বাড়ি
শাহজালালের উত্তরসূরি
দেশ বিদেশে বেটাগিরী
আমরা হগ্‌গল, সিলটী ॥ *-কামরুজ্জামান*

বগুড়া অঞ্চল

হাল জুরাবের সময় হছেরে
লাঙ্গল গরু লিয়া চ
মাছের ভর্তা দিয়া পান্তা খামু
তোর চাচীক যায়া ক ॥ *-মাহফুজুর রহমান আখন্দ*

১২. দেশগান

দেশের রূপ বর্ণনা, ইতিহাস, ঐতিহ্য নিয়ে রচিত গানকে দেশগান বলে। তবে ইসলামি দেশগানে ইসলামি ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাবধারা ও মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে।

আল্লাহ এই দেশ তোমারই দান
কৃতজ্ঞ আমরা তোমার কাছে
রেখ আমাদের মান ॥ *-ইছহাক ওবায়দী*

লাখো শহিদের রক্তের দান
মোদের বাংলাদেশ
গর্বের ধন, পেয়ারা ওয়াতান
সোনার বাংলাদেশ ॥ *-মাওলানা রুহুল আমীন খান*

www.pathagar.com

যতোদূর চোখ যায় সবুজ শেষে
দিগন্ত ছুঁয়ে যায় বাংলাদেশে ॥ -*জাকির আবু জাফর*

বাংলাদেশের মাটিতে জন্ম নিয়ে
ধন্য হলাম চির ধন্য
আমি জীবন দিতে পারি তাইতো
এই দেশের মাটির জন্য ॥ -*আমিরুল মোমেনীন মানিক*

১৪. ভাটিয়ালি

নদীর মাঝি, নদীর ভাঙ্গাগড়া, নদীর প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অর্থাৎ নদীকেন্দ্রিক বা নদীকে রূপক হিসেবে যে গানে ব্যবহার করা হয় তাকে ভাটিয়ালি গান বলে। সকল ভাটিয়ালি গানেই করুণরসের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়।

ভাটিয়ালি অঞ্চল

ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর।
ড. আশরাফ সিদ্দিকী'র মতে- নদীর ভাটি দিয়ে নৌকা বেয়ে যেতে যেতে নৌকার মাঝিগণ যে গান গায় তাকে ভাটিয়ালি বলে।

বৈশিষ্ট্য

ক. নদী ও জীবন স্রোতের সমন্বয়
খ. নদীর স্রোতের মন্থরতার সঙ্গে জীবন সায়াহ্নের অবসন্ন বিষণ্নতার বিষাদ বীণা
গ. সর্বপ্রকার লোকসঙ্গীতের বুনিয়াদ
ঘ. মাঝিমাল্লার গান হিসেবে পরিচিত
ঙ. বাউল, মারফতি, মুর্শিদী, দেহতত্ত্বমূলক সুরের ও ভাবের দ্যোতনা

আঙ্গিক

প্রথমেই চড়া সুর, পরে ধীর বা দ্রুত বেগে সুর নেমে আসে খাদের দিকে। সেখানে এসে গান যেন ক্রমশ বিশ্রামের অবসর খোঁজে। এ যেনো প্রাণের কোনো গভীর কথাকে দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়ে আবার নিজের প্রাণের খাদে ফিরিয়ে নিয়ে আসার প্রবণতা। পাল তোলা নৌকার মাঝি, ধূসর প্রান্তরের রাখাল যখন দরাজ কণ্ঠে ভাটিয়ালি সুর ধরে তখন কোন বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, ভরাটকণ্ঠের দীর্ঘ লয়ের সুরের মধ্য দিয়েই পূরণ হয় যন্ত্রের অভাব। বর্তমানে বেতার, টিভিতে পরিবেশিত ভাটিয়ালিতে বিচিত্র প্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ফলে গায়কের মধুর কণ্ঠস্বর যন্ত্রের নিনাদে চাপা পড়ে যায়। ফলে ভাটিয়ালি হারায় তার মৌলিকত্ব।

সুর-সঞ্চারী। আমিরুল মোমেনীন মানিক। ২৪

www.pathagar.com

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বলেছেন, 'বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে আমরা যে ভাটিয়ালি শুনিতে পাই তাহা প্রকৃত ভাটিয়ালিই নহে-ইহাকে নাগরিক ভাটিয়ালি বলে অভিহিত করা যায়।'

নদীর কূল নাই কিনার নাইরে
আমি কোন কূল হইতে
কোন কূলে যাব
কাহারে শুধাইরে ॥ -*জসীমউদ্‌দীন*

ভাটি গাঙ্গের নাইয়া
আমারে যাও লইয়া
আর কতকাল ঘাটে ঘাটে
যাইবো রে কান্দিয়া ॥ -*আমিরুল মোমেনীন মানিক*

১৫. পল্লীগীতি

পল্লী বা গ্রামবাংলার মানুষের প্রেম, ভালোবাসা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আকুতি, প্রার্থনা যে গানে প্রকাশিত হয় তাকে পল্লীগীতি বলে। যে গানে গ্রামবাংলার মানুষের আল্লাহর প্রতি ভয়, পরকালের চিন্তা, নবী রাসুলের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটে তাকে ইসলামি পল্লীগীতি বলে। যেমনঃ

পুবাল হাওয়া
পশ্চিমে যাও কাবার দিকে বইয়া
যাওরে বইয়া এই গরিবের সালামখানি লইয়া ॥ -*কাজী নজরুল ইসলাম*

দুয়ারে আইসাছে পালকি
নায়রি নাও তোলরে তোল মুখে
আল্লা রসুল সবে বল ॥ -*আব্দুল আলীম*

১৬. আধ্যাত্মিক গান

পরলৌকিক জীবনের চিন্তা, মৃত্যুভয়, ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর প্রতি অন্ধমোহ প্রভৃতি যে গানের মুখ্য বিষয় তাকে দেহতত্ত্বমূলক বা আধ্যাত্মিক গান বলে। যেমনঃ

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়
মরণ একদিন মুছে দেবে, সকল রঙিন পরিচয় ॥ -*মতিউর রহমান মল্লিক*

পথ চলতে চলতে পথে
একদিন শেষ হবে চলা
যেতে হবে গহীন কবরেতে ॥ -*আমিরুল মোমেনীন মানিক*

www.pathagar.com

জীবনের এই রংবাজার
হবে একদিন ভঙ্গ
মাটির দেহ মাটিতে লুটাবে
কেউ পাবে না কারো সঙ্গ ॥ *-অনুরূপ আইচ*

ভোগ বিলাসে ডুবিস না মন
ডুবিস না এই রঙ্গ মেলায়
এই সকালে আছিসরে মন
থাকবি না বিকেল বেলায় ॥ *-জাকির আবু জাফর*

১৭. প্যারোডি গান

কোনো বহুল প্রচারিত গানের কথা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সুর অপরিবর্তিত রেখে পূর্বের কথার পরিবর্তে নতুন কথা বসিয়ে যে গান রচনা করা হয় তাকে প্যারোডি গান বলে। প্যারোডি গানের সুর সবার পরিচিত থাকে বলে মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তবে হামদ, নাত, বিপ্লবী, শহিদি, আধ্যাত্মিক এই প্রকারের গানগুলোকে প্যারোডি না করাই ভালো। গণসঙ্গীত, জাগরণমূলক প্রভৃতি বিষয়ের গানকে প্যারোডি হিসেবে রচনা করা যেতে পারে।

প্যারোডি গানের বৈশিষ্ট্য

ক) প্যারোডি গান হবে হাস্যরসাত্মক

খ) কোনো ঘটনাকে বিদ্রুপাত্মক করে তুলে ধরা

প্যারোডি গানের উদাহরণ

তোরা দেখ, দেখ, দেখরে চাহিয়া
কোন মিছিলে এম.পি. থাকে সন্ত্রাসী লইয়া
শান্তি মিছিল করল কারা সন্ত্রাসী লইয়া ॥

মূলগান: তোরা দেখ দেখ দেখরে চাহিয়া...

দেশের বারোটা বাজাইলো গো হিন্দি ফিলিমে
দেশটা রসাতলে গেল গো নানা কুকর্মে
এসব দেখে যাই যে মরে ভীষণ লজ্জা শরমে ॥

মূলগান: মরার কোকিলে...

www.pathagar.com

১৮. কাসিদা

কাসিদা একটি আরবি শব্দ। পরিভাষায় কাসিদা এমন ধরনের কবিতাকে বলা হয় যাতে প্রিয়জনের গুণ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কাসিদার বিষয়বস্তুর পরিধি ব্যাপক। এতে প্রেম, সৌন্দর্য, বসন্ত, উদ্যান, নৈতিক জ্ঞান এবং দোয়া ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আরবি কাব্য হতে কাসিদা অন্যান্য ভাষায় প্রসার লাভ করেছে। ফারসি, তুর্কি ও উর্দু ভাষায় প্রচুর কাসিদা লিখিত হয়েছে। উপমহাদেশে তৎকালীন মোঘল রাজদরবারে সাহিত্যের চর্চা ছিল। মোঘলদের রাজকীয় অনুষ্ঠানে কাসিদা পাঠ হত।

ঢাকা শহরে রমজান মাস এলেই সাহরির সময় রোজাদারদের ঘুম থেকে জাগানোর জন্য কাসিদা গাওয়া হয়। ঢাকায় রমজান মাসে পরিবেশিত কাসিদাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। ১৫ রমজান পর্যন্ত সাধারণত রোজার ফজিলত, আল্লাহ ও রাসুল সা.'র গুণগান প্রভৃতি সম্পর্কিত কাসিদা গাওয়া হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ভাগের কাসিদাকে আলবিদা বলা হয়। আলবিদা পর্বে রমজান মাসের বিদায় উপলক্ষে বেদনা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কাসিদার প্রতিটি দলে থাকে ৮/১০ জন সদস্য। কাসিদা সাধারণত বাদ্যযন্ত্র ছাড়া গাওয়ার রীতি। এখানে শুধু কণ্ঠকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

কাসিদা গাওয়ার সময় সুর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অত্যন্ত ট্রাজেডি ও মেলোডিয়াস সুর প্রযোজ্য হয় কাসিদার জন্য। কাসিদা গানে একজন দলনেতা থাকেন। তিনি গানে মূলকণ্ঠ (main vocal) দেন। অন্যরা কোরাসস্বরে কণ্ঠ মেলায়। কাসিদার উদাহরণ-

উঠতা হ্যায় দিলমে দর্দকা তুফান ইয়্যা রাসুল
যাতা হ্যায় হাম্‌সে আপকা মেহমান ইয়্যা রাসুল ॥

আয় মাহে যি কারাম
আ রাহা হায় সিয়াম
হায় হায় আয়া হায় খুশি কা জামানা ॥

১৯. আধুনিক গান

বর্তমান সময়োপযোগী কথা ও সুরের গানই হলো আধুনিক ইসলামি গান। আধুনিক ইসলামি গানের নির্দিষ্ট কোনো পরিধি নেই। অনেকটা বিচিত্র সুর সম্পন্ন গানকে আমরা ইসলামি আধুনিক গান বলে থাকি। কয়েকটি আধুনিক ইসলামি গান উল্লেখ করা হলো-

ও আকাশ কেন নীলিম তুমি
ও রাত কেন আঁধার তুমি
কোথায় তোমার মোহনা
কোথায় তোমার ঠিকানা ॥ *-সরকার মাযহারুল মান্নান*

www.pathagar.com

এসো কোরআনের ছায়াতলে
সমবেত হই
এসো আল্লাহ ও রাসুলের
অনুগত হই ॥ -*খাদিজা আক্তার রেজায়ী*

হাজার গানের মাঝে একটি গানও যদি
আল্লাহর কাছে প্রিয় হয়
সেই তো খুশির কথা
সেইতো সফলতা
চাওয়া পাওয়া আর কিছু নয় ॥ -*আবু তাহের বেলাল*

আল্লাহ তুমি অপরূপ
না জানি কত সুন্দর
তোমায় আমি সঁপেছি প্রাণ
সঁপেছি এই অন্তর ॥ -*ওয়াদুদ শরীফ আরিফ*

অসীম দিগন্তে তাকালেই
মনে হয় আকাশ ছুঁয়েছে মাটিকে
হৃদয় সাগরে উঠে তখনি ঢেউ
তোমাকে মনে পড়ে ॥ -*আমিরুল মোমেনীন মানিক*

২০. আহবানমূলক গান

যে গান দিয়ে মানুষকে সুন্দরের পথে ডাকা হয় সেই গানকে বলে আহবানমূলক গান। উদাহরণঃ

শেকড়ের সন্ধানে মুক্তির গানে গানে
খুঁজে নিতে স্বকীয় মনন
এ যে যুগের কালো বিবর ভাঙার আয়োজন
আমাদের আয়োজন ॥ -*আমিরুল মোমেনীন মানিক*

Save the World and humanity
Stop genocide qualty
না না যুদ্ধ না সন্ত্রাস না
পৃথিবীকে হতে দাও শান্তিময় ॥ -*আমিরুল মোমেনীন মানিক*

www.pathagar.com

গানের উপাদান

শাস্ত্রমতে গান দুই প্রকার
যথা : ক. উচ্চাঙ্গ
খ. সাধারণ বা নিম্নাঙ্গ

ক. উচ্চাঙ্গ : রাগ সমৃদ্ধ গান হলো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত।
উদাহরণ : আশাভরি রাগের যেকোনো গান।

খ. সাধারণ বা নিম্নাঙ্গ সঙ্গীত : রাগ আছে, তবে রাগ সমৃদ্ধ নয় এমন গানকে সাধারণ বা নিম্নাঙ্গ সঙ্গীত বলে।

স্বর (voice) :

আমরা মনের ভাব প্রকাশের জন্য যে আওয়াজ করি তাকে স্বর বলে। অথচ অন্যভাবে বলা যায়, জীবজন্তু প্রভৃতির কণ্ঠ হতে এবং কোনো পদার্থের আঘাতে যে এক প্রকার শব্দ বা আওয়াজ নির্গত হয়, সাধারণ কথায় তাকে স্বর বলে। শ্রবণে চিত্ত প্রসন্ন হওয়া স্বরকে সঙ্গীতের স্বর বলে। মানুষের সৃষ্ট শব্দ, গরুর হাম্বা হাম্বা, ঘোড়ার চিহি চিহি, গাড়ির ঘটঘট এসব হলো স্বর বা আওয়াজ। সঙ্গীতে ৭টি মাত্র স্বর আছে। এগুলো হলো– ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। স্বরগুলোর সংক্ষিপ্ত নাম সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি।
ইউরোপীয় সোলফা নোটেশন পদ্ধতি মতে সাতটি স্বরের নাম যথাক্রমে– ডো, রে, মি, ফা, সো, লা, টি (Doh, Ray, Me, Feb, Soh, Lah, Te অথবা Do, Ra, Me, So, La, Te)
সঙ্গীতে ৭টি স্তর আবার দু'প্রকার। যথা : শুদ্ধ ও বিকৃত।

সুর (tune) :

মানুষের কণ্ঠনালী হতে গান উপযোগী সুরাত্মক শব্দ বা আওয়াজকে সুর বা tone বলে। অন্যভাবে বলা যায়– তাল, লয়, মাত্রাবদ্ধ হয়ে যে আওয়াজ নির্গত হয় তাকে সুর বলে। মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত সুরাত্মক শব্দ, কোকিলের কুহু কুহু, নদীর কুলকুল এসব হল সুরের উদাহরণ।

www.pathagar.com

তাল (Rythm) :

তালি থেকে এসেছে তাল। করতলে দু'হাতের আঘাত দ্বারা যে বিশেষ ঝোঁকের সৃষ্টি হয় তাকে তাল বলে। তালের উপর গান প্রতিষ্ঠিত। তালবিহীন গানকে গান বলা যায় না। গান নিষ্পন্ন হওয়ার সময়ের মাপ হলো তাল। বেসুরা গানের চেয়ে তালহীন গান অধিক পীড়াদায়ক। কেননা গানের লাইফ বা প্রাণ হলো তাল। আমাদের দেশে প্রচলিত তালসমূহ হলো- দাদরা, কাহারবা, ত্রিতাল, তিলওয়াড়া, ঝুমুর, একতাল, ঝাঁপতাল, চৌতাল, আড়া চৌতাল, ধামার, তেওড়া, সুরফাঁক, শপতু ইত্যাদি। তাল দু'প্রকার– ১) সমপদী ২) বিষমপদী। গানের নির্দিষ্ট কাল পরিমাণের তুল্যতাকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি তালের মাত্রা সংখ্যাগুলো কয়েকটি তালে বিভক্ত করা হয়। তাল বিভাজনের মাত্রা সংখ্যা সমান হলে তাকে সমপদী তাল বলে। আর সমান না হলে তাকে অসমপদী বা বিষমপদী তাল বলে।

নিচে একটি তাল প্রণালী নির্দেশ করা হল :

কাহারবা: ।। ধা / ধি / না / ধিন্ ।। না / তিন্ / নাকে / ত্রোক

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

।। ধা গি না তি ।। না গি ধি ন্ ।।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

লয়:

গানের গীতকে লয় বলে। গানের স্কেলের উপর লয় নির্ভর করে। লয় ৩ প্রকার:

ক. বিলম্বিত: সা-া রা-া গা-া মা-া পা-া ধা-া না-া সা-া = ১৬

খ. মধ্যম: সা রা গা মা পা ধা না র্সা = ৮

গ. নিম্ন / ছোট: সারা গামা পাধা নার্সা = ৪

মাত্রা :

শাব্দিক অর্থ পরিমাপ। কাল বা সময়ের পরিমাপ হলো মাত্রা। তালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে মাত্রা বলে।

একটি উদাহরণ দ্বারা তাল, লয়, মাত্রাকে বুঝানো যায়। মনে করি, একটি গাড়ি ৫০ মাইল বেগে চলার সময় কোন স্থানে ধাক্কা খেল।

তাহলে গাড়ির...

গতিকে লয় বলে

৫০ মাইলের ক্ষুদ্র অংশ অর্থাৎ ৫০টি অংশের প্রত্যেকটি হলো মাত্রা

গাড়ি চলার সময় যে ধাক্কা খেল তা হলো তাল

গাড়ির চলনই হলো গান

www.pathagar.com

কণ্ঠ অনুশীলন

কণ্ঠকে শাণিত ও শ্রুতিমধুর করতে কণ্ঠ অনুশীলনের বিকল্প নেই। কণ্ঠে গানকে ধারণ করার জন্য বা গান উপযোগী কণ্ঠ তৈরির চর্চা করাই হলো কণ্ঠ অনুশীলন। যারা বাদ্যযন্ত্র দিয়ে গান করেন তাদের অনেকে নিয়মিত কণ্ঠ অনুশীলন করে থাকেন। কিন্তু ইসলামি সঙ্গীত শিল্পীদের কণ্ঠ অনুশীলনের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট পন্থা রচিত হয়নি। এ কারণে এই অঙ্গনে কণ্ঠ চর্চায় গুরুত্ব দেয়া হয় না।

সা. রে. গা. মা. পা. ধা. নি. সা. এই স্বরগমকে বিভিন্নভাবে তাল, লয়, মাত্রাবদ্ধ করে উচ্চারণের মাধ্যমে সাধারণত কণ্ঠ অনুশীলন করা হয়। ইসলামি কণ্ঠশিল্পীরা স্বরগরমের পরিবর্তে কোরআন তেলাওয়াতের পন্থা অবলম্বন করতে পারেন।

কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুশীলনে যে বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে হবে তা হলো–

ক) মাখরাজসহ সুমিষ্ট শাব্দিক উচ্চারণ
খ) যথাযথ টানের অভ্যাস
গ) দম নিয়ন্ত্রণ করা বা পরিমাপ মতো দম নেওয়া
ঘ) ভারসাম্যপূর্ণ সুস্পষ্ট আওয়াজ করা

সঙ্গীতশাস্ত্র অনুযায়ী ৭টি স্বরগরমকে ব্যবহার করে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে কণ্ঠ অনুশীলন করা যেতে পারে।

আরোহী (নিচু স্কেল হতে ক্রমান্বয়ে উঁচু স্কেল) : ১ স্বর ৮ মাত্রা
স র গ ম প ধ ন র্স

অবরোহী (উঁচু স্কেল হতে নিচু স্কেল) :
র্স ন ধ প ম র স

আরোহী : ১ স্বর ৪ মাত্রা
স র গ ম প ধ ন র্স

অবরোহী :
র্স ন ধ প ম গ র স

আরোহী : ১ স্বর ২ মাত্রা
স র গ ম প ধ ন র্স

www.pathagar.com

অবরোহী :
র্স ন ধ প ম গ র স

অবরোহী: ১ স্বর ১ মাত্রা
স র গ ম প ধ ন র্স

অবরোহী :
র্স ন ধ প ম গ র স

দ্বিমাত্রিক অলংকার
আরোহী : সস রর গগ মম পপ ধধ নন র্সর্স
অবরোহী: র্সর্স নন ধধ পপ মম গগ রর সস

এবার ইসলামি ধাঁচে কণ্ঠানুশীলনের জন্য ৭ টি স্বরগমের পরিবর্তে ৮টি আরবি হরফ ذ د خ ح ج ث ت ب ব্যবহার করতে পারি এবং ১ মাত্রা টানের পরিবর্তে ১ আলিফ টানতে পারি।
তাহলে পদ্ধতিটি দাঁড়ায়:
১ স্বর ৮ আলিফ টান
আরোহী: ب ت ث ج ح خ د ذ
অবরোহী: ذ د خ ح ج ث ت ب
১ স্বর ৪ আলিফ
আরোহী: ب ت ث ج ح خ د ذ
অবরোহী: ذ د خ ح ج ث ت ب
এক স্বর ২ আলিফ টান
আরোহী: ب ت ث ج ح خ د ذ
অবরোহী: ذ د خ ح ج ث ت ب
এক স্বর ১ আলিফ টান
আরোহী: ب ت ث ج ح خ د ذ
অবরোহী: ذ د خ ح ج ث ت ب
দ্বি মাত্রিক অলংকার
আরোহী: ب ب ت ت ث ث ج ج ح ح خ خ د د ذ ذ
অবরোহী: ذ ذ د د خ خ ح ح ج ج ث ث ت ت ب ب

www.pathagar.com

ইসলামি গান উপস্থাপনা

ইসলামি গানে বাদ্যের গুরুত্ব কম। ফলে কণ্ঠের যত্ন নিতে হয় অনেক বেশি। কণ্ঠস্বর যাতে মুক্ত ও খোলা থাকে সেজন্যও সতর্ক থাকতে হয়। কোনো কারণে কণ্ঠস্বরে সমস্যা দেখা দিলে পুরো গানটিই নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। একক গানের ক্ষেত্রে কণ্ঠ শাণিত না হলে যেমন চলে না তেমনি কোরাস গানের ক্ষেত্রে Free Vocal না থাকলে গানে কণ্ঠ মেলানো সমস্যা হয়।

মঞ্চে উঠার পূর্ব প্রস্তুতি :

১. অনুষ্ঠানের ধারণা:

মঞ্চে উঠার আগে শিল্পীকে অবশ্যই মঞ্চ, মাইক, উপস্থিতি এবং অনুষ্ঠানের ধরন সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে।

২. খাবার গ্রহণ:

হাল্কা খাবার গ্রহণ করে নেওয়া উচিৎ। ভারী খাবার গ্রহণ করার পর অথবা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মঞ্চে না উঠাই শ্রেয়। মঞ্চে উঠার আগে হাল্কা খাবার যেমন : হাল্কা গরম পানি ও জিলাপী খাওয়া উচিত। এতে কণ্ঠনালী মুক্ত ও শাণিত থাকে।

৩. পোশাক পরিচ্ছদ:

অনুষ্ঠানের ধরন বুঝে শিল্পীর Dress up করা জরুরি।
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী পোশাকের বর্ণনা দেওয়া হলো।
ইসলামি জলসা : পাজামা-পাঞ্জাবী, শেরোয়ানি, টুপি।
বিপ্লবী গান : প্যান্ট-পাঞ্জাবী (লাল অথবা সবুজ) পাজামা-পাঞ্জাবী (লাল রঙের)।
ইংরেজি গান : প্যান্ট-স্যুট, প্যান্ট-সার্ট, প্যান্ট পাঞ্জাবী– ওভারকোট, ওয়েস্টার্ন টুপি।
দেশের গান : প্রকৃতির দৃশ্য সম্বলিত পাঞ্জাবী।
পল্লীগান : লুঙ্গি-ফতুয়া, পাঞ্জাবী।

www.pathagar.com

৪. স্কেলিং:

শিল্পীকে তার কণ্ঠের স্কেল সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। যে স্কেলে গান গাওয়া হবে সেই স্কেল যাতে পরিবর্তন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় কোনো শিল্পী মধ্যম স্কেলে গান গাইতে গাইতে হঠাৎ উঁচু স্কেলে চলে যান। এতে গানের সুরের বিকৃতি ঘটে।

বিভিন্ন গানের স্কেল নির্দেশ করা হলো :

হামদ / নাত : মধ্যম স্কেল (আবেদন অনুযায়ী)

শহিদি গান : নিচু স্কেল + আবেগ + করুণ ও কোমলতা

৫. স্ক্রিপ্ট ও নোটবুক:

গান পরিবেশনার সময় দৃষ্টিকটু না হয় এমন স্ক্রিপ্ট ও নোটবুক রাখা যেতে পারে। তবে না রাখাই ভালো।

৬. গান বাছাই:

অনুষ্ঠান উপযোগী গান বাছাই না করতে পারলে সেই গান শ্রোতার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় না। সে কারণে মঞ্চে উঠার ৩/৪ ঘন্টা আগেই অনুষ্ঠানের ধরন বুঝে সে অনুযায়ী গান বাছাই করা উচিত।

৭. অনুষ্ঠান স্থলে পৌছানো:

মঞ্চে উঠার কমপক্ষে ৩০ মিনিট আগে অনুষ্ঠানে পৌছে পরিবেশের সাথে শিল্পীর প্রস্তুতি ও মানসিকতার সমন্বয় ঘটাতে হবে। জেনে নিতে হবে অনুষ্ঠান সূচি।

৮. টেনশন ফ্রি ও মোনাজাত:

মঞ্চে উঠার পূর্ব মুহূর্তে সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকতে হবে। কোরাস গান হলে দলীয়ভাবে মোনাজাত করে মঞ্চে উঠা যেতে পারে। একক গান হলে মঞ্চে উঠার আগে আল্লাহর রহমত কামনা করে নিতে হবে।

৯. স্টেজে উঠার পর:

ক) মাউথ পিস ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে নেওয়া

খ) দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সালাম দেওয়া

১০. গান পরিবেশনার সময়:

ক) মুদ্রাদোষ পরিহার

খ) গানের ভাব অনুযায়ী অঙ্গভঙ্গি

গ) সোজা হয়ে দাঁড়ানো

ঘ) মাউথ পিস থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায়

ঙ) সুস্পষ্ট আওয়াজ ও শুদ্ধ উচ্চারণ

www.pathagar.com

গান রচনার কলা কৌশল

দু'টি উপাদানের সমন্বয়ে গান রচিত হয়।
১. গানের কথা
২. গানের সুর

কবিতা লিখতে যেমন ছন্দ সম্পর্কে জানতে হয় তেমনি গানের কথা রচনা করতেও ছন্দজ্ঞান থাকতে হয়। গান রচয়িতা বা গীতিকার সুরের কারণে স্বাধীন নয়। যে সকল শব্দ সুরাত্মক বা অনায়াসেই উচ্চারণযোগ্য, গীতিকার তা গ্রহণ করে থাকেন।

ছন্দ :
ছন্দ হলো কোনো ভাষার ধ্বনিপ্রবাহের তরঙ্গিত গতিধারা অর্থাৎ কবিতাপাঠের সময় যে ধ্বনি প্রবাহের সৃষ্টি হয় তাতে যে একটি তরঙ্গিত গতি থাকে সেটিই হলো ছন্দ।

বাংলা ছন্দ ৩ প্রকার :
ক. স্বরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত গ. অক্ষরবৃত্ত

স্বরবৃত্তঃ
যে ছন্দে ধ্বনিপ্রবাহের তরঙ্গ দ্রুততালে উঠে তাকে স্বরবৃত্ত বলে। যেমনঃ

শোন শোন ইয়া এলাহী
আমার মোনাজাত
তোমারি নাম জপে যেন
হৃদয় দিবস রাত ॥ -*কাজী নজরুল ইসলাম*

www.pathagar.com

মাত্রাবৃত্তঃ

যে ছন্দে ধ্বনিপ্রবাহের তরঙ্গ স্বাভাবিক তালে উঠে তাকে মাত্রাবৃত্ত বলে। যেমনঃ

ধর্মের পথে শহিদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি
আমরা সেই সে জাতি ॥ *-কাজী নজরুল ইসলাম*

অক্ষরবৃত্তঃ

ধ্বনিপ্রবাহের তরঙ্গ ধীর গতিতে চললে তাকে অক্ষরবৃত্ত বলে। যেমনঃ

আদিগন্ত ধূ ধূ বালি বিবর্ণ প্রান্তর
নবীজীর জন্ম সেথা মক্কার শহর ॥

শাস্ত্র এবং সঙ্গীতজ্ঞদের মতে গান দু'প্রকার

১. নিবদ্ধ গান
২. অনিবদ্ধ গান

নিবদ্ধ গানঃ

যে গান সুর, তাল, লয়, মাত্রা অনুযায়ী হয় তাকে বলে নিবদ্ধ গান।

অনিবদ্ধ গানঃ

যে গান সুর, তাল, লয়, মাত্রা অনুযায়ী হয় না তাকে বলে অনিবদ্ধ গান।

গানের ৪টি অংশ থাকে বা গানের কলি ৪ প্রকার–

ক. স্থায়ী খ. অন্তরা গ. সঞ্চারী এবং ঘ. আভোগ

ক. স্থায়ীঃ

গানের প্রথম কলিকে স্থায়ী বা মুখ বলে।

খ. অন্তরাঃ

গানের প্রাণ হলো অন্তরা। বর্তমানে দুই অন্তরা বিশিষ্ট গান রচনা করা হয়ে থাকে। তবে বহু অন্তরা বিশিষ্ট গানও রয়েছে। যেমনঃ বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা...

গ. সঞ্চারীঃ

অন্তরার চেয়ে ভিন্ন হলো সঞ্চারী। সুরকার সঞ্চারীতে অন্তরা ও স্থায়ী কলির চেয়ে ভিন্ন সুর প্রয়োগ করে থাকেন। অনেক গানে সঞ্চারী নামের এই কলিটি থাকে না।

ঘ. আভোগঃ

এটি হলো গানের শেষ কলি। শিল্পী গান গাওয়ার সময় আভোগ থেকে স্থায়ী কলি বা মুখে যায়। এটি অন্তরার পুনরাবৃত্তি মাত্র। নিচের গানের ৪টি অংশ দেখানো হলোঃ

www.pathagar.com

এসোনা আল্লাহর নামে গান গাই
এসোনা মন ও প্রাণ জুড়াই
আল্লাহু আকবার বল আল্লাহু আকবার ॥ — স্থায়ী বা মুখ

ও মধুর নামটি নিলে এ হৃদয় হাসে
ও মধুর নামে সুখ নেমে আসে ॥
ও নামের তুলনা মেলে না মেলে না
তুলনা নাই নাই নাই ॥ -ঐ — অন্তরা

যে নামে ইব্রাহিমের আগুন হল পানি
ডাকার মতো ডাকলে আজও
সাড়া দিবেন তিনি ॥ — সঞ্চারী

ও মধুর নামটি মেটায় হতাশার জ্বালা
গলেতে পরো ও নামের মালা ॥
ও নামের তুলনা হবে না হবে না
তুলনা নাই নাই নাই ॥ –ঐ — আভোগ

গান সাধারণত দুইভাবে লেখা হয়।

ক. স্বতঃস্ফূর্তভাবে
খ. বাণিজ্যিকভাবে

গান লিখতে হলে:

ক. বিষয়বস্তু নির্ধারণ:

প্রথমেই বিষয়বস্তু বাছাই করতে হবে। কোন বিষয়ের উপর গান রচিত হবে তা নির্ধারণ জরুরি?

হামদ, নাত, পল্লীগীতি, আধুনিক, দেশাত্মবোধক, গণসঙ্গীত– কোনটি?

খ. চিত্রকল্প:

নির্ধারিত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কল্পচিত্র তৈরি করতে হবে মনের গভীরে। প্রয়োজনে নির্জন সময় যেমন: গভীর রাত, ভোরবেলা অথবা নিরিবিলি স্পট বেছে নিতে হবে।

গ. ছন্দ ও অন্তমিল:

যে গান লেখা হবে তা কোন ছন্দের হবে তাও নির্ধারণ করতে হবে। গানের প্রতিটি লাইনের সাথে পরের লাইনের প্রয়োজনীয় অন্তমিল আনা অত্যাবশ্যকীয়।

www.pathagar.com

ঘ. গানের শরীর নির্মাণঃ

সাধারণত গানগুলোতে তিনটি অংশ থাকে। গান রচনার সময় গানে এ তিনটি অংশ রাখতে হবে। তবে বর্তমানে সঞ্চারী ছাড়াই গান রচিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে ১ম অন্তরায় যে ছন্দ থাকবে, সে স্থানে যে অন্তমিল থাকবে এবং যে ক'টি লাইন থাকবে ঠিক একইভাবে ২য় অন্তরায়ও একই ছন্দ, একই স্থানে অন্তমিল এবং একই পরিমাণ লাইন থাকবে, যাতে সুরকারের সুর করতে সমস্যা না হয়।

যা খেয়াল রাখতে হবে

ক. যে গানটি রচনা করা হবে তাতে সুর প্রয়োগ করলেই কেবল গান হবে নচেৎ নয়। কাজেই সুরের উপযোগী শব্দ গানে প্রয়োগ করতে হবে এবং জটিল ও কঠিন শব্দ পরিহার করতে হবে।

খ. গানের প্রথম কলি থেকে শেষ কলি একই বিষয়ের উপর রচিত হতে হবে, যাতে বিষয়চ্যুতি না ঘটে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

গ. গানের বাণী যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ছন্দ ও ছন্দের অন্তমিল সম্পন্ন, সমৃদ্ধ কথামালার হয় সেদিকেও খেয়াল রাখা জরুরি।

www.pathagar.com

গানে সুর প্রয়োগ

সুর প্রয়োগের প্রথম ধাপঃ

ক. যে গানের সুর করা হবে প্রথমেই সে গানটির প্রকৃতি অর্থাৎ গানটি হামদ, নাত, বিপ্লবী, ভাটিয়ালি, দেশাত্মবোধক, গণসঙ্গীত, আধুনিক কোনটি তা জেনে নিতে হবে।

খ. গানটির কথাগুলো আয়ত্ব করে নিতে হবে।

গ. গানটির ভাষা অনুযায়ী সুরের ধরন নির্ধারণ করতে হবে। যেমনঃ গানটি মেলোডিয়াস না রিদমিক।

সুর প্রয়োগের দ্বিতীয় ধাপঃ

ক. আবহমান বাংলা গানের সুরের সাথে আধুনিক সুরের সমন্বয় করা যেতে পারে।

খ. গানে বিদেশি সঙ্গীতের সুরকেও সুকৌশলে ব্যবহার করা যেতে পারে বা দেশি ও বিদেশি সুরের মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন সুরের সৃষ্টি করা যেতে পারে। যেমনঃ কাজী নজরুল ইসলাম তার বিভিন্ন গানে আরবি সুর, কিউবার সুর ব্যবহার করেছেন।

গ. গ্রাম বাংলায় লোকমুখে গীত নানা ধরনের সুরকে সংস্করণ করে নতুন সুর তৈরি করা যায়। ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, সাঁওতালি, মেয়েলি গীত, মাঝি ও কৃষকের সুরকে গানে সার্থক প্রয়োগ করে সমৃদ্ধ গান সৃষ্টি হতে পারে।

ঘ. মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনাচরণে, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনায় মনের আবেগে গান গেয়ে ওঠে। সেইসব গান তাত্ত্বিক বা ব্যাকরণগত দিক দিয়ে গান না হলেও তাতে জাড়িয়ে থাকে সুর, রাগরাগিনী আর নানা কথামালার মিশ্রণ। সুরকারকে তাই অনুসন্ধানী মন নিয়ে নতুন সুরের সন্ধান করতে হবে।

ঙ. সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রচলিত দশটি ঠাঁট রাগ যেমনঃ বিলাবল, খাম্বাজ, কাফি, আসাবরী,

www.pathagar.com

ভৈরবী, ভৈরোঁ, ইমন, মারবা, পুরবী ও টোড়ি। সুরকারকে এসব রাগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। এ দশটি রাগ থেকেই গানের নানা ধরনের সুরের উৎপত্তি হয়। রাগগুলোকে পরস্পরের সাথে মিশ্রণ করেও নতুন সুর সৃষ্টি করা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম এসব রাগরাগিনী ও বেহাগ, তিলককামোদ, ভূপালি, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি রাগভঙ্গির মিশ্রণ করে অভিনব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

চ. জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী মাসানোরি তাকাহাশি কিতারো সে দেশের ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতকে সিনথেসাইযারের মাধ্যমে আধুনিকতার মূলধারায় নিয়ে এসেছেন। তিনি তার সঙ্গীতের জন্য পাহাড়ী ঝরনা ও সাগরের সৈকতে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দকে ব্যবহার করেছেন। গানে সুর সংযোজনে সহায়তা পেতে কিতারোর এ্যালবামগুলো শোনা যেতে পারে। মাসানোরি কিতারোর উল্লেখযোগ্য অ্যালবাম হলো-এশিয়া, লাইভ ইন আমেরিকা, হেভেন এন্ড আর্থ, পিস অন আর্থ, দ্যা বেস্ট অফ কিতারো। সম্প্রতি আধ্যাত্মিক গানের উপর জাতিসংঘের অ্যাম্বেস্যাডর ইন মিউজিক পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে তাকে।

আফ্রিকায় আধ্যাত্মিক সঙ্গীত, শ্রমিকদের গান আর ব্লুজ এর অপূর্ব সমন্বয় আধুনিক পপ জ্যাজসঙ্গীত। বর্তমান জ্যাজ সঙ্গীত আমেরিকার মানুষের প্রাণের সঙ্গীত। জ্যাজ সঙ্গীত বর্তমানে একটি ধর্ম বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ধর্মভাব প্রকাশের অঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে।

জ্যাজ শিল্পীরা বিশেষ করে খ্যাতিমান মাস্টাররা বলেছেন, 'জ্যাজ বাদন হচ্ছে এক প্রকার প্রার্থনা। অনেক জ্যাজ গান হামদের মতো। যারা মুসলমান তারা এ-কথা বলেন এবং যারা খ্রিস্টান তারাও এ-কথা বলেন। সুরকার গানে জ্যাজের সুরকে ব্যবহার করতে পারেন। মুসলমান জ্যাজশিল্পী Max Roach এর একটি বিখ্যাত জ্যাজ কম্পোজিশন হলো- The Drum also waltzs.

ছ. ভারতের পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়। তিনি কোন রকম বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই খালি গলায় গান পরিবেশন করেন। গান গাওয়ার সময় তিনি দুই হাতে তালি দিয়ে থাকেন। তার স্বরচিত গানের সুরগুলোও মৌলিক। কোন সুরকার এইসব সুরকে অনুসরণ বা উদাহরণ হিসেবে সামনে রাখতে পারেন। তবে অবশ্যই অনুকরণ নয়। কারণ অনুকরণ হলেই তা নকলে পরিণত হবে।

জ. অনেক গীতিকবিতার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে গানটি কোন সুর বা রাগের হবে। যেমনঃ নচিকেতা ও মানিকের গাওয়া 'আয় ভোর' গানটি ভোরবেলার রাগ ভৈরবীর উপর সুরারোপিত। ঠিক একইভাবে বৃষ্টি বিষয়ক গানের জন্য রয়েছে 'রাগমল্লার' রাগ। একইভাবে প্রজ্বলিত আগুনের রাগকে বলা হয় দীপক।

সৈয়দ মুজতবা আলীর এক বইয়ে রাগমল্লার গেয়ে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁয়ের বৃষ্টি নামানোর ঘটনার উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

শিল্পীদের খাদ্যাভ্যাস

সঙ্গীত হলো প্রবহমান নদীর মতো। সঙ্গীতকে সাবলীলভাবে কণ্ঠে ধারণ করার জন্য নিয়মিত কণ্ঠ অনুশীলন করতে হয়। পাশাপাশি কণ্ঠের পরিচর্যাও করতে হয়। খেয়াল রাখতে হয় খাবারের ক্ষেত্রেও।

গান পরিবেশন করার আগে যেসব খাবার নিষিদ্ধ, সেগুলো হলো: অরেঞ্জ জুস, দুধ বা দুধ জাতীয় খাবার, ফাস্টফুড, অতিরিক্ত চিনি মিশ্রিত চা ও কফি। পেটভর্তি খাবার পরিহার করাই উত্তম। নেশাদ্রব্য থেকে দূরে থাকা অতীব জরুরি।

মঞ্চে গান পরিবেশন করার আগে অথবা স্টুডিওতে ভয়েস দেবার আগে যেসব খাবার গ্রহণ স্বাস্থ্যসম্মত: সবজি সালাদ, পাস্তা, হাল্কা গরম পানি, আদা মিশ্রিত রসালো ফল আপেল, আঙুর, কমলা, ডাব, টমেটো ও রসুনের সস্ ।

যে সব খাবার শরীরে পানি যোগান দেয় যেমন: তরমুজ, বেল। এছাড়া যষ্টিমধু, এলাচ ও লঙ কণ্ঠকে শাণিত ও মাধুর্যময় করে।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, কণ্ঠকে শুধু মাধুর্যময় করলেই হবে না, গান গাওয়ার সময় সুরের সঙ্গে শুদ্ধ উচ্চারণও অত্যন্ত জরুরি বিষয়।

www.pathagar.com

সঙ্গীত অভিধান

সঙ্গীতের ব্যাপ্তি বিশাল। এ বিষয়টি নিয়ে রচিত হয়েছে শত শত সাহিত্য। তবে সঙ্গীতের কিছু মৌলিক বিষয় রয়েছে। সেই বিষয়গুলো জানা সঙ্গীত সংশ্লিষ্টদের জন্য খুব জরুরি। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর খানিকটা এখানে তুলে ধরা হলো।

রাগ ঃ পুরুষ বাচক সুরকে রাগ বলে।

রাগিনী ঃ স্ত্রীবাচক সুরকে বলে রাগিনী।

মীড় ঃ একটি স্বর থেকে অন্য স্বরে যাবার সময় সুরের মধ্যে যে দোল বা বাঁক খায় তাকে মীড় বলে।

শ্রুতি ঃ সুর বা স্বরের সূক্ষ্ম অংশ হলো শ্রুতি।

তান ঃ আ ধ্বনিটিকে যদি একবার উপরে, আরেকবার নিচে সুর দিয়ে গাওয়া হয় তাহলে যে দ্যোতনা তৈরি হবে সেটি হলো তান।

সপ্তক ঃ সা রে গা মা পাধা নি, এই সাতটি স্বরগমকে একত্রে সপ্তক বলে।

ঝংকার ঃ তারের তৈরি বাদ্যযন্ত্র বাজানোর আগে এক ধরনের ঝন ঝন শব্দ হয় একে ঝংকার বলে।

ঘরানা ঃ স্টাইল বা ঢংকে ঘরানা বলে। যেমন: কাজী নজরুল ইসলাম ক্লাসিক ঘরানার শিল্পী।

www.pathagar.com

স্বরলিপিঃ গানের সুর বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এই লিপিবদ্ধ করাকে স্বরলিপি বলে।

তারানা ঃ অর্থহীন শব্দ, যা বিভিন্ন সময়ে গানে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ ধুমতানানানানা ধুমতানা, দেরেনানা না, ধিম তানা নানানা ধিম তানা।

কোরাস ঃ সম্মিলিতভাবে গাওয়া।

হামিং ঃ গানের মধ্যে মূল কথার বাইরে লম্বা ও রাগাশ্রিত সুরের যে টান দেয়া হয় তাকে হামিং বলে।

সিম্ফনিঃ অনেক সুরের সমাহারকে সিম্ফনি বলে।

স্কেলঃ গান পরিবেশনের সময় গানের সুর কেমন হবে, উঁচু, নিচু না মধ্যম তার পরিমাপ করা হয় স্কেল দিয়ে। অ ই ঈ উ ঊ ঋ এ এই সাতটি স্কেল রয়েছে। প্রত্যেকটি আবার মেজর, মাইনর ও শার্পে বিভক্ত।

গাইড ভয়েস ঃ মূল বা চূড়ান্ত কণ্ঠ দেয়ার আগে রিদম ও মিউজিক করার জন্য যে কণ্ঠ দেয়া হয় তাকে গাইড ভয়েস বলে।

ফিচারিং ঃ ফিচারিং করার অর্থ হলো আয়োজন করা। যেমনঃ ইমরান ফিচারিং মানিক।

কম্পোজিশন ঃ কম্পোজিশন শব্দের অর্থ সুর করা। তবে আমাদের দেশে মিউজিক ডিরেক্টরদের অনেকে কম্পোজার বলে থাকেন।

রিদমঃ শব্দটির বাংলা অর্থ তাল। তবে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে এর একটা আলাদা অর্থ আছে। কোন গানের মিউজিক তৈরির আগে গানটির তাল দিয়ে যে কাঠামো তৈরি করা হয় তাকে রিদম করা বলে। রিদম করার আলাদা রিদমারও রয়েছেন। আর রিদম তৈরিতে সহায়তার জন্য বাজারে রিদম বক্স পাওয়া যায়।

লিপটাচ মাইক্রোফোন ঃ যে মাইক্রোফোনে ঠোঁট স্পর্শ করে গান গাইতে হয় তাকে লিপটাচ মাইক্রোফোন বলে। এ ধরনের মাইক্রোফোন থেকে মুখ দূরে রাখলে গানের আওয়াজ স্পষ্টভাবে শ্রোতাদের কাছে পৌছাবে না।

অনুরণনঃ পিতলের গ্লাসে আঘাত করার পর অনেকক্ষণ ধরে এটি কাঁপতে থাকে। এটাকে অনুরণন বলে। গানেও উচ্চারণ বুঝে তৈরি করা যেতে পারে।

অনুনাদঃ গানে লম্বা টানকে অনুনাদ বলে। শ্বাস দীর্ঘক্ষণ করে রাখার অনুশীলন হলো অনুনাদ অনুশীলন। ভাটিয়ালি বা ভাওয়াইয়া গানে দীঘল সুর থাকে বলে শিল্পীর গলাকে অনুনাদ শক্তি সম্পন্ন হতে হয়।

গুন্না করাঃ এটি সাধারণ আরবি উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়। তবে অনেক গানে গুন্না করার নিয়ম চালু আছে। এটি গানের মাধুর্য বৃদ্ধি করে। কোন একটি শব্দকে ধরে রেখে তা নাক দিয়ে টেনে টেনে উচ্চারণ করাকে গুন্না বলে। গান, গাম, নাম- এরকম শব্দকে গুন্না করা যায়। অর্থাৎ যে শব্দের শেষে দন্ত্য ন ও ম থাকে তাকে সাবলীলভাবে গুন্না করা যায়।

www.pathagar.com

মন্দিরাঃ চাকতির মতো দুটো ধাতব বাদ্যযন্ত্রের নাম মন্দিরা। এটা দু' হাত দিয়ে বাজাতে হয়। শব্দ অনেকটা সাইকেল বেলের মতো।

দফঃ এটা আরব অঞ্চলের বাদ্যযন্ত্র। এক পাশ খোলা ও হাল্কা প্রকৃতির। এক হাত দিয়ে ধরে অন্য হাত দিয়ে দফ বাজানো হয়। হিযরত করার সময় মদিনাবাসী রাসুল (সা.) কে দফ বাজিয়ে তালা আল বাদরু আলাইনা' গান গেয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো।

সেতারঃ তিন তারের সমন্বয়ের বাদ্যযন্ত্র। ঠিক একইভাবে একতারের বাদ্যকে একতারা এবং দুইতারের বাদ্যকে দোতারা বলে। এগুলো বাংলাদেশের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র।

মর্সিয়াঃ শোকগীতি। উর্দু ও ফার্সী ভাষায় মর্সিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী ধরনের গান। ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের কারবালা প্রান্তরের ঘটনা স্মরণে অসংখ্য মর্সিয়া রয়েছে।

ভায়োলিনঃ ভায়োলিন ইংরেজি শব্দ। বাংলা ভাষায় এই বাদ্যযন্ত্রটিকে বেহালা বলে। সাধারণ করুণ সুরের আবহ তৈরি করে ভায়োলিন।

গানঃ যেসবে কোন বাদ্যযন্ত্র নেই তাকে গান বলে।

সঙ্গীতঃ শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দাড়ায়- সম+গীত। অর্থাৎ এখানে বাদ্যযন্ত্রও আছে। সুতরাং বাদ্যযন্ত্রহীন সুরকে সঙ্গীত নয়, বলতে হবে গান।

www.pathagar.com

সুর নিয়ে কিছু কথা

১.
বাইরে ঝুম বৃষ্টি। একটা গানকোকিল একটা নিঃসঙ্গ সজনে ডালে একা বসে আছে। ভিজে জুবুথুবু। অনবরত বৃষ্টির ছন্দে অসাধারণ শ্রবণনন্দন পরিবেশ। বৃষ্টির তালে তালে ডেকে যাচ্ছে কোকিলটা।
প্রিয় পাঠক, এ রকম দৃশ্য দেখেছেন কখনো?

২.
গভীর রাত। নিভৃত পাড়াগাঁ। বাড়ির বৈঠকঘরে একা ঘুমুচ্ছেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো। চারদিকে ঝিঁ ঝিঁ'র ডাক। বৈঠক ঘরের পাশে বকুল গাছ। একটা বিরহী ডাহুক আনমনে ডেকে যাচ্ছে। ঝিঁ ঝিঁ'র শব্দ আর ডাহুকের ডাক। দু'য়ে মিলে অসাধারণ সুরের দ্যোতনা তৈরি করেছে।
প্রিয় পাঠক, এ ধরনের বিরল অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছে কি?

www.pathagar.com

৩.

উপরের দুটি ঘটনা বা অভিজ্ঞতা একেবারেই নিখাদ। প্রাকৃতিক। যিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এ ধরনের দারুণ সব ছন্দতাল ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবী জুড়ে। প্রকৃতি জুড়েই সুর ছড়িয়ে আছে সবখানে। বোহেমিয়ান নাগরিক জীবনেও। পৃথিবীর অন্যতম ব্যস্ত এই ঢাকা শহরেও সুর আছে। তবে, সেই সুর শ্রবণ- ইন্দ্রিয়ে মুগ্ধতা আনে না, বিরক্তির সৃষ্টি করে।

৪.

সুর নিয়ে এই ছোট আলোচনার আগে আরো দুটি প্রশ্ন আপনাদের কাছে রাখতে চাই। বিসমিল্লাহ খানের সাঁনাই শুনেছেন কখনো? অথবা ওস্তাদ জাকির হোসেনের তবলা? ক্যাসেটে বা টিভি অনুষ্ঠানে না, লাইভ শুনেছেন কি না?

৫.

হযরত নুহ আ. নদীর তীরে বসে যবুর তেলাওয়াত করতেন। তাঁর অসাধারণ সুরেলা তেলাওয়াত শুনতে ভিড় জমাতো মাছেরা। সুরের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ছিল বলে মাছেরা সকালবেলায় নুহ আ.এর তেলাওয়াত কখনো মিস করতো না। সুরে ভরা এই পৃথিবী সৃষ্টি করে আমাদের প্রভু তাঁর চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। হিন্দু পুরাণ মতে, কৃষ্ণ বাঁশির সুরে রাধাকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাই, সুরের প্রতি দুর্বলতা নেই এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে সবপ্রাণীই নিরন্তর পরিশ্রম করে। একটা কুকুরও রাতদিন খাটে। গৃহপালিত হলে নিষ্ঠার সাথে মনিবের হুকুম মেনে চলে। ক্ষুধা নিবারণের পর মানুষ সবচেয়ে বেশি যে বিষয়ের প্রত্যাশা করে সেটি হলো সুর।

মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই সুরের আবিষ্কার করেছে এবং তা দিয়ে গান তৈরি করেছে। খৃষ্টপূর্ব যুগেও সুরেলা গীতের প্রচলন ছিলো। গানের স্টাইল তখন বের না হলেও সুরের ব্যবহার ঠিকই ছিলো। একটা গীতিকবিতায় সুর দিলেই কেবল গান হয়ে ওঠে।

৬.

যারা গানে সুর বসাতে চান, তাদের জন্য প্রথম শর্ত হলো- শুনতে হবে প্রচুর। বিভিন্ন ধরনের গান শুনতে হবে। বিভিন্ন সুরের এবং ধরনের গান। আমেরিকার জ্যাজ থেকে শুরু করে ভারত উপমহাদেশের কাসিদা কোনটাই বাদ দেয়া চলবে না। আমাদের এই মাটির লোকজ সঙ্গীত ঘেটু গান বা মুর্শিদিও শুনেননি। এটা চরম বাস্তবতা। কিন্তু, আপনি সুরকার হতে চাইলে অবশ্যই এসব নিয়ে চর্চা অথবা ঘাটাঘাটি করতে হবে। এরপর, আপনি যদি এসব লোকজ সুরকে বর্তমান সময়ের সুরের সাথে বেঁধে দিতে পারেন তাহলেই সফল।

www.pathagar.com

আপিল বিভাগ নামে আমার একটা ভিডিও অ্যালবাম আছে। অ্যালবামটি প্রকাশ করার আগে শ্রোতাদের মধ্যে একটা জরিপ চালাই। বিশেষ করে, তরুণ শ্রোতা, যারা সাধারণত মার্কেটে গিয়ে অ্যালবাম কেনে। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট বা সেকেন্ড ইয়ারের অধিকাংশ শিক্ষার্থী যা জানিয়েছিলো তাতে আমরা থ হয়েছিলাম। এরা বর্তমান সময়ের হাবিব, বাপ্পা, তপু, হৃদয় খান অথবা বড়জোর বাপ্পার অ্যালবাম ছাড়া আর কারো গান শুনে না। এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী তারা নয়। দায়ী আমাদের অগ্রজ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা।

এ অবস্থাকে সামনে রাখতেই হবে। আপনি যদি সত্যিকার অর্থে একজন শক্তিশালী, পাশাপাশি জনপ্রিয় সুরকার হতে চান তাহলে বর্তমান সময় এবং অতীতের গৌরবান্বিত সুরের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে। এর বিকল্প নেই। সে কারণে গান শোনারও বিকল্প নেই।

৭.

সঙ্গীতে দশটি ঠাট রাগ আছে। বিলাবল, খাম্বাজ, কাফি, আসবরি, ভৈরবি, ভৈরোঁ, ইমন, মারবা, পূরবী ও টোড়ি। রাগগুলো না জানলে অন্ধের হাতি দেখার মতো অবস্থা হবে। সুর করতে পাবেন ঠিকই, কিন্তু আপনার সৃষ্টি সুরের কি নাম সে সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাবেন। এর চেয়ে আর দুঃখের কি হতে পারে।

যদি সুরের প্রতি গভীর ও অনুসন্ধানী মন আপনার থাকে তাহলে প্লিজ একটা অনুরোধ অবশ্যই রাখার চেষ্টা করুন। জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠশিল্পী মাসানোরি তাকাহাশি কিতারোর একটি বিখ্যাত অ্যালবাম পিস অন আর্থ সংগ্রহ করবেন। এ এ্যালবামে তিনি পাহাড়ী ঝরনা ও সাগরের ঢেউয়ের শব্দকে সুর হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

গানে সুর করার আগে গানটিকে বারবার পড়তে হবে। কমপক্ষে দশবার। গীতিকার কি বলতে চেয়েছেন তা ভালোভাবে বুঝতে হবে। এ উপলব্ধির পর গানের ধরন অনুযায়ী সুর বসতে হবে। স্থায়ী ও অন্তরায় সুরের বৈচিত্র্য থাকতে হবে। তবে, অন্তরা থেকে স্থায়ীতে ফিরে আসার জন্য সুরের মধ্যে একটা সেতু তৈরি করতে পারা হচ্ছে ভালো সুরকারের এক নম্বর দক্ষতা।

দু নম্বরে, সুরকারকে অবশ্যই একটি গানে রাগের চমৎকারিত্ব দেখাতে হবে। এক্ষেত্রে, দুটি রাগের মিশ্রণে নতুন আরেকটি সুরও তৈরি করতে পারেন।

তিন নম্বর কথা হচ্ছে, বর্তমানকে মাথায় রাখতে হবে। বর্তমান প্রজন্মের শ্রোতারা কি ধরনের সুর পছন্দ করে সেটি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। আবার, কাউকে অনুসরণও করা যাবে না। শ্রোতাদের পছন্দকে সামনে রেখে নতুন সুর তৈরি করতে পরলেই আপনি সফল।

www.pathagar.com

৮.

আপনার সুর করা গান জনপ্রিয় বা সর্বজনীন না হলেও কখনো নিরাশ হবেন না। ভালো কাজ করলে একদিন না একদিন মূল্যায়ন হবেই। আর, সুর করার সময় কোনো ফরমায়েশি চিন্তা মাথায় রাখবেন না। হৃদয়ের সবটুকু দরদ ঢেলে দিয়ে কাজ করুন, কেউ আপনাকে থামাতে পারবে না। জানেন তো, জীবনানন্দ দাশের কবিতা মৃত্যুর কয়েক যুগ পরে এখন যেভাবে আলোচিত হচ্ছে, বেঁচে থাকাকালীন তাঁর মূল্যায়ন করেনি কেউ।

সুর সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ, মানুষের মঙ্গল কামনা। এর বাইরে গেলেই বিচ্যুতি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com